Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

DU in Media

23 November 2025

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

রাজধানীতে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় পরপর দুই দফা ভূমিকম্প হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা দ্রুত কক্ষ থেকে বের হয়ে মাঠে অবস্থান নেন। পরে উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয় ● সমকাল

নয়া দিগন্ত

ঢাবি ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা

আজ বিকেল ৫টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ

● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সাম্প্রতিক ভূমিকম্প ও পরবর্তী ঝাঁকুনিতে (আফটারশক) উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একইসাথে নিরাপত্তাজনিত কারণে আজ রোববার বিকেল ৫টার মধ্যে সব আবাসিক হল খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জনসংযোগ দফতরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের এক জরুরি ভার্চুয়াল সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় সিন্ডিকেট সদস্যদের পাশাপাশি চিকিৎসা অনুষদের ডিন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, ভূমিকম্প ও তৎপরবর্তী ঝাঁকুনিতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক আঘাতের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের মতামত, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দফতর এবং প্রধান প্রকৌশলীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়। তারা জানান, ভূমিকম্পের পর আবাসিক হলগুলোতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং সম্ভাব্য সংস্কার অত্যাবশ্যক। এ কারণে হলগুলো খালি রাখা ছাড়া উপায় নেই।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, জরুরি ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর শনিবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অফিসগুলো যথারীতি খোলা থাকবে।

শামসুন্নাহার হলের ৩ শিক্ষার্থী আহত : এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় ভূমিকম্পে শামসুন্নাহার হলের তিন শিক্ষার্থী আহত হন। আতঙ্কিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে ভবন থেকে বের হতে গিয়েই তারা আহত হন বলে জানা যায়। এর আগে শুক্রবার সকালের ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ১০টি হলের দেয়ালে ফাটল ধরেছে এবং পলেস্তারা খসে পড়েছে। প্রায় ২২ জন শিক্ষার্থী আহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন।

কালবেলা

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে ফাটল, আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা

কালবেলা ডেস্ক ››

শুক্রবারের ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের আবাসিক হল এবং একাডেমিক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও মেডিকেল কলেজ রয়েছে। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ওই ভূমিকম্পের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ভবন থেকে বের হতে গিয়ে হুড়োহুড়ি ও লাফ দেওয়ায় কয়েকজন আহতও হন। হলে ফাটলের ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন আবাসিক শিক্ষার্থীরা।

ভূমিকম্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ভবনের পলেস্তারা খসে পড়েছে। মুহসীন হলসহ কয়েকটি হলে এমন ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা ফজলুল হক হলের দেয়ালে নতুন করে ফাটল দেখা দিয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত আটটি আবাসিক হলে ফাটল দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে নবনির্মিত ১০ তলাবিশিষ্ট তিনটি হলও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা জানান, নবনির্মিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের সাততলার 'সি' ব্লকের ফ্লোর এবং ছয়তলার 'বি' ব্লকের ওয়াশরুমের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটল ধরেছে নবনির্মিত শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হলের ৯ তলার 'বি' ব্লকের ফ্লোরে। এ ছাড়া ছাত্রীদের জন্য নবনির্মিত রোকেয়া হলেও ফাটল দেখা দিয়েছে।

এ ছাড়া ফজিলাতুন নেছা হলেও ফাটল দেখা দিয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে ১০ নম্বর ছাত্র হলের (সাবেক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল) দুই ব্লকের সংযোগস্থল ফাঁকা হয়ে গেছে। শহীদ রফিক-জব্বার হল, বেগম সুফিয়া কামাল হল, ১৩ নম্বর ছাত্রী হলের (সাবেক শেখ হাসিনা হল) বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা গেছে।

ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত তিনটি হলে ফাটল দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির সবচেয়ে পুরোনো শেরেবাংলা হলে একাধিক ফাটলসহ পলেস্তারা খসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) শেখ রাসেল ও আমেনা খাতুন হলের দেয়ালে ফাটল দেখা গেছে।

এ ছাড়া ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের একমাত্র ছাত্রাবাসের বিভিন্ন কক্ষে ফাটল দেখা দিয়েছে। রাজধানীর তিনটি সরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসেও ফাটল দেখা দিয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক), স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের বিভিন্ন কক্ষের দেয়াল ও সিলিংয়ে ফাটল দেখা গেছে। পাশাপাশি খসে পড়েছে পলেস্তারা।

রাজধানীর তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনেও ফাটল দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও ভবনের ভেতরে কাচের দরজা ভেঙে গেছে। পলেস্তারা খসে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পোস্ট দেওয়া ছবিতে দেখা গেছে, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির এক ভবনে দীর্ঘ ফাটল রয়েছে। সেখান থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এক ভবনের শ্রেণিকক্ষে ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে। সেখানে ফাটলও দেখা গেছে। পুরো শ্রেণিকক্ষে ভেঙে পড়া ইটের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এক ভবনের দেয়ালে দুই জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া বেশকিছু কক্ষের ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়েছে।

(প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা)

The New Nation

DU transcript-marksheet collecting process becoming hassle free

E M Shourav

Dhaka University is finally going to modernize the process of retrieving students' transcripts, marksheets and certificates, moving away from the outdated method.

Recently, the university added a link 'service.du.ac.bd' for students on its official website. Students can log in to this link with their academic email account with password and can request to supply him/her marksheets, transcripts and certificates as per their needs without having to be present at the university physically, and the university itself will deliver them to the address given by the student.

After applying, students can also observe the progress of the process taken by the university.

The current system will be existed and the new method continued until all the official systems related to controller of the examiner's office be modernized, controller in charge of the university guaranteed it to The New Nation.

According to the University's ICT cell, they have digitized the results of all students Contd on page-11- Col-7

DU transcript

Cont from page 12

of the university since 2016 but the result of BBA and IBA are not included since that time for delaying to prepare the results of their students.

Professor Dr Mosaddek Ali Kamal Tushar, director of the university's ICT cell said The New Nation We are basically giving priority to the recently passed students who actually need these documents and so we will soon update the data related to the results of five more years of the university.

"At the time of receiving the certificate, the students' hall authority will be asked online to check whether he/she owes any money to them, and if yes, the student will have to deposit it online," said he.

"This system is now in trial and there are some errors in the engineering of the technology but we hope we can officially start the process within two weeks," the director said, "The more student will use the process the more we will find the errors and then we can identify the exact problems and can solve that." Professor said the university did not have to spend a single extra taka to implement this technology rather we completed it ourselves as part of our routine duties.

Dr Himadri Shekhar Chakravarthy, controller in charge of the examination of the university, said how much the students will have to pay to apply for the documents is not decided yet.

Professor Dr Sayema Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Admin) of the university said The New nation we have plan to preserve the real documents in a scientific way and after implementation we can think of digitized all the documents since 2021 of the university, especially the data related to the results of the students.

যায়যায়দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারিদের ফ্ল্যাটে শিক্ষার্থীদের রাত্রিযাপন দাবি নতুন ভবনের

■ যাযাদি রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের দাবিতে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা কর্মচারীদের একটি ভবনে গতকাল শুক্রবার রাত্রিযাপন করেছেন। গতকাল দিনব্যাপী রাত দেড়টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু নতুন ভবন নির্মাণের আশ্বাস না পাওয়ায় কর্মচারীদের ভবনেই রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেন তারা।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ ড. সিরাজুল ইসলাম গতকাল রাতে জানান, 'আমাদের শিক্ষার্থীরা এ ভূমিকম্পে অনেকটাই ভয়ে আছে। তারা যেহেতু হলে অবস্থান করতে ভয় পাচ্ছে, উপাচার্য স্যার আমাদের বলেছেন, আপাতত অন্যান্য হলে শিফট করে তাদের রাখার ব্যবস্থা করতে।'

হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সবকিছু ঠিক থাকলে শিক্ষার্থীদের আবার হলে ফিরে আসতে বলবেন বলে জানান প্রাধ্যক্ষ। তবে শিক্ষার্থীরা আপাতত কর্মচারীদের ভবনে থাকতে পারবেন বলে জানান প্রাধ্যক্ষ।

শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের চারতলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে তানজীর হোসেন নামের এক শিক্ষার্থী গুরুতর আহত

• পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কর্মচারীদের ফ্ল্যাটে শিক্ষার্থীদের রাত্রিযাপন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছেন। এ ছাড়া এই হলের আরো দুজন শিক্ষার্থী হল থেকে লাফ দিয়ে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মুহসীন হল পুনর্নির্মাণের দাবিতে শুক্রবার কর্মচারী ভবনের ফটক আটকে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে বেলা ২টার দিকে কর্মচারীদের ফ্ল্যাটে তালা দেন শিক্ষার্থীরা। সেখানে তাদের শান্ত করতে যান উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমদ।

তবে শিক্ষার্থীরা আশ্বাস না পাওয়ায় তাদের আন্দোলন চালিয়ে যান। পরে রাত ১১টার দিকে আবার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শিক্ষার্থীরা।

সকালে শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল সংলগ্ন ১০ তলা কর্মচারী ভবনে গিয়ে দেখা যায়, যেসব ফ্ল্যাটে কর্মচারীরা নেই, সেসব ফ্ল্যাটে শিক্ষার্থীরা অবস্থান করছেন। যেসব ফ্ল্যাটে কর্মচারীরা আগে থেকে ছিলেন, তারা তাদের বাসায় অবস্থান করছেন। মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সমাজসেবা সম্পাদক এম সাইফুল্লাহ বলেন, 'আমরা মৃত্যুপুরী মুহসীন হলে আর যাচ্ছি না। সিদ্ধান্ত একটাই আসতে হবে, সেটা হলো- আমাদের জন্য মুহসীন হল ছাড়া অন্য কোনো নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা। এর বাইরে কোনো মুলা ঝোলানো আশ্বাসে আমরা আমাদের অবস্থান থেকে সরে আসব না।'

শুক্রবার ভূমিকম্পে তিন জেলায় ১০ জনের মৃত্যু হয়, আহত হয় ছয় শতাধিক মানুষ। ঢাকায় বহু ভবনে ফাটল ও হেলে পড়ার ঘটনায় খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের এ ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার পাশে নরসিংদীর মাধবদীতে।

আজকালের খবর

কর্মচারীদের ফ্ল্যাটে ঢাবির মুহসীন হলের শিক্ষার্থীদের রাতযাপন দাবি নতুন ভবনের

● ঢাবি প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের দাবিতে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা কর্মচারীদের একটি ভবনে গতকাল শুক্রবার রাত্রিযাপন করেছেন। গত শুক্রবার দিনব্যাপী রাত দেড়টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু নতুন ভবন নির্মাণের আশ্বাস না পাওয়ায় কর্মচারীদের ভবনেই রাত্রিযাপনের

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কর্মচারীদের ফ্ল্যাটে ঢাবির

শেষ পৃষ্ঠার পর